গাংনীতে শিশুকে সাপের ছোবল, নীবিড় পর্যবেক্ষনে চলছে চিকিৎসা

পুকুরে গোসল করতে গিয়ে মুজাহিদ হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে সাঁপে কেটেছে। মুজাহিদ হোসেন গাংনী উপজেলার ধানখোলা গোরস্থানপাড়া এলাকার তুহিনের ছেলে। সে ধানখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাক্তার সুপ্রভা রানী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তবে এটি রাসেল ভাইপার বা বিষাক্ত কোনো সাপ নয় বলে জানিয়েছেন এই চিকিৎসক। মুজাহিদকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি রেখে নিবীড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসা চলছে।

মুজাহিদ হোসেন জানান, আজ শনিবার (২২ জুন) বিকেল ৪ টার দিকে স্থানীয় একটি পুকুরে গোসল করে ডাঙ্গায় উঠার সময় একটি সাপ ছুটে এসে বাম হাতের কব্জীতে কামড় দেয়। সাথে সাথে সাপটিকে ঝাড়া দিয়ে কামড় দিয়ে পালিয়ে যায়। বিষয়টি সাথে সাথে জানালে তার বাবা তুহিন হোসেন দ্রুত গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিববার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী বলেন, ৩ সদস্যের মেডিকেল টিম গঠণ করে সাপে কাটা শিশুটিকে নিবীড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে তার রক্ত পরীক্থাসহ অন্যান্য মেডিকেল টেষ্ট করানো হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সে ভর্তি রয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসক মাসুদুর রহমান বলেন, মানুষকে বিষাক্ত সাপে কাটলে তার তিনটি সিনটম দেখা যাবে। এক নম্বর হলো সাপে কাটলে বিষ প্রথমে তার মাথার নার্ভের মধ্যে বিষক্রিয়া হতে পারে। ফলে রোগীর ঘাড়ি ভেঙ্গো যেতে পারে। দ্বিতীয়ত হলো খুব অল্প সময়ের মধ্যে সাপে কাটা রোগীর রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে ও তিন নম্বর হলো রোগীর দংশিত স্থান থেকে পচন শুরু হতে পারে। তাই সাপে কাটা রোগীকে ঝাঁড়-ফুক বা ওঝা না দেখিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বা জেলা সদরের হাসপাতালে

নিতে হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার আদিলা আজহার আরশি বলেন, এই সময়ে সাধারণত সাপের উপদ্রুপ বাড়ে। তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে বাড়ির আশে পাশে ঝোপ-ঝাঁড় পরিস্কার করার পাশাপাশি ঘরের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া বাড়ির আশে পাশে ব্লিচিং পাওডার, কার্বোলিক এ্যাসিড বা সাপ তাড়ানো অন্যান্য উপকরণ ছিটিয়ে দিতে হবে। যারা কৃষি কাজের সাথে জড়িত তারা কৃষি ক্ষেতে যাওয়ার সময় হাতে লাঠি নিতে হবে। তবে, মনে রাখতে হবে সব সাপ কিন্তু বিষধর নয়। কিছু সাপ আছে আমাদের প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে এবং ফসলের ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। তাই সাপ মারা থেকেও বিরত থাকতে হবে। এছাড়া সাপ থেকে আতংকিত না হয়ে সামাজিকভাবে সচেতন হতে হবে।

মেয়েকে বাঁচাতে ৫লাখ টাকার প্রয়োজন,বাবা-মায়ের করুণ আকুতি

১৬ বছর আগেও এ কান্না ছিল আনন্দ-সুখের। তবে সেই সুখ বেশিদিন কপালে জোটেনি সাকেন-মালেয়া দম্পতির। হঠাৎ আসা ঝড়ে হাসিমাখা সেই মুখে ভয়ংকর কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা গেছে। ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে স্বপ্নের সংসার।

পালিত মেয়ে সাবিনা খাতুনকে নিয়ে যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন তা যেন চোখের সামনেই শেষ হতে যাচ্ছে। সাবিনার বয়স যখন দেড় বছর,তখন দূরের একটি গ্রাম থেকে তাকে নিয়ে আসেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। আদর-যত্নে বড় করে তুলতে থাকেন, স্বপ্ন বুনতে থাকেন সাবিনাকে নিয়ে। কিন্তু সেই স্বপ্ন যেন স্বপ্নই থেকে গেল।

সাবিনার বয়স যখন ৭বছর তখন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে ধরা পড়ে এক কঠিন অসুখ। নাম তার থ্যালাসেমিয়া।

ডাক্তার জানায়, তার পেটের প্লীহা ও লিভার বড় হয়ে গেছে। শরীরে রক্ত শুণ্যতা দেখা দিয়েছে। প্রতিমাসেই একাধিক ব্যাগ রকÍ দিতে হবে তার শরীরে। সেই থেকে ধার-দেনা করে চিকিৎসা খরচ মেটাচ্ছিলেন সাবিনার বাবা সাকেন। ঘোড়ার গাড়ি চালক সাকেনের পক্ষে চিকিৎসা ব্যয় বহণ করা যেন ‘বামুন হয়ে চাদে হাত’ দেয়ার মত। তবুও কোনমতে চিকিৎসা খরচ চলছিল। এরমধ্যেই সাবিনার বিয়েও দেন।

বছরখানেক পর কণ্যা শিশুর জন্ম দেন সাবিনা। রোগের কথা জেনে সাবিনাকে ডিভোর্স দেন তার স্বামী। পরে ঢাকায় গিয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করে চিকিৎসা চালাচ্ছিলেন সাবিনা। কিন্তু কে জানতো তার শরীরে আরো একটি কঠিন রোগ বাসা বেধেছে। হঠাৎ-ই পেটের ব্যাথায় অস্থীর হয়ে উঠতো সাবিনা। পরে চিকিৎসকের শরনাপন্ন হলে জানা যায়, তার পেজে দু’টি পাথর হয়েছে। দ্রুত অপারেশন করতে হবে। তাতে খরচ হবে প্রায় ৫ লাখ টাকা। এবার যেন সাবিনাকে বাঁচানোর আশা ছেড়েই দিয়েছেন সাকেন-মালেয়া দম্পতি। কারণ ৫ লাখ টাকা জোগাড় করার মত সামর্থ্য তাদের নেই।

করুণ এ ঘটনাটি ঝিনাইদহের শৈলকুপার বন্দেখালী গ্রামের। ওই গ্রামের মেঠোপথ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেলেই মিলবে সাকেন জোয়ার্দারের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই চোখ পড়বে অসুস্থ সাবিনার দিকে।

বিছানায় শুয়ে আছেন সাবিনা। উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও যেন নেই। মায়ের অসুস্থতায় পাশে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছেন সাবিনার ৪ বছর বয়সী মেয়ে আশা। যা দেখে কাঁদছেন সাবিনার বাবা মা, কাঁদছেন উপস্থিত প্রতিবেশিরাও।

কিন্তু ছোট্ট শিশু আশার যেন সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। আপন মনে মায়ের মাথায় হাত বোলাচ্ছেন, আর সবার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাবিনা খাতুন আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তার দু’চোখে মুঠো মুঠো স্বপ্নের বদলে শুধুই মৃত্যুর বিভীষিকা। চোখ বুজে অবসন্ন শরীর নিয়ে জীবনকে মহাকালের কাছে সোপর্দ করার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন সাবিনা। কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারছেন না।

সাবিনার মা মালেয়া বেগম বলেন, সাবিনাকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছি.তবে অপারেশন করতে প্রায় ৫লাখ টাকা লাগবে। যা জোগাড় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। মেয়েকে বাঁচাতে সবার কাছে সাহায্য চাচ্ছি।

সাবিনার বাবা সাকেন জোয়ার্দার বলেন, প্রতিমাসে ২ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এখন আর টাকা পয়সা কিছুই নেই। মানুষের সাহায্যে দিয়েই এতদিন চিকিৎসা করিয়েছি, কিন্তু এবার প্রায় ৫লাখ টাকা লাগবে। যা জোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই সমাজের বিত্তবানদের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সাহায্য পাঠাতে যোগাযোগ : ০১৮২৩-০৩৬০৩৫ সাবিনার পিতা সাকেন জোয়ার্দার। বিকাশ/নগদ: ০১৮২৫-২৯৯৮৫২।

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় গৃহবধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত

ছোট শিশুদের মারামারিতে নিশেধ করাই কুলছুম খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারাত্বক জখম করেছে আরিফ নামের এক প্রতিবেশী।
আহত কুলছুম খাতুন গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের হঠাৎপাড়া এলাকার আহসান আলীর স্ত্রী।
হামলাকারী আরিফ একই পাড়ার ওমর আলীর ছেলে।
আজ শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকালে তাকে এ হামলা করে আরিফ।
প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, পাড়ার দুটি শিশু মারামারি করছিল। এসময় কুলছুম খাতুন তাদের নিবৃত করে দেন। এঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে একটি শিশুর পিতা আরিফ মারামারি ঠেকানোর অপরাধে কুলছুমকে ধারাল হাসুয়া দিয়ে মাথার উপর কোপ মারেন। কুলছুম খাতুন মাটিতে লুটিয়ে পড়লে আরিফ পালিয়ে যায়।
পরিবারের লোকজন কুলছুম খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েের ভর্তি করেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্ ্েেরর জরুরী বিভাগের চিকিৎসক বলেন তার মাথার হাড়ের অধিকাংশই কেটে গেছে। এখানে চিকিৎসা দেওয়া

সম্ভব না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়াতে রেফার্ড করা হয়েছে।

জীবননগর ৩ শতাধীক মানুষকে ফ্রি চিকিৎসা প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে জীবননগরে ইন্দো-বাংলা চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে প্রধান অতিথি হিসেবে জীবননগর পৌরসভা প্রাঙ্গণে এই চিকিৎসা শিবিরের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

কলকাতার রুবি জেনারেল হাসপাতালের সহযোগিতায় চিকিৎসা দেন ভারত থেকে আগত মেডিসিন, অর্থোপেডিক, গাইনি, কিডনি ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দীপাঞ্জন ভদ্র, কুমার ব্যানার্জি, আমরিতাক্ষয়, তন্ময় মাঝি, আয়ান মুখোপাধ্যায়।

জীবননগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু মো. আব্দুল লতিফ অমলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাফিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইসা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর পৌরসভার মেয়র মো. রফিকুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সি নাসির উদ্দিন প্রমুখ।